হিসনুল মুসলিম

কুরআন-সুন্নাহ থেকে সংকলিত
প্রতিদিনের যিক্‌র ও দু'আর সমাহার

হাদীস তাহকীক

আল্লামা শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)
শাইখ শু'আইব আরনাউত্ব (রহ.)
শাইখ বিন বায (রহ.)
ইমাম তিরমিযী (রহ.)
ইমাম যাহাবী (রহ.)
ইমাম হাকিম (রহ.)

বই	**হিসনুল মুসলিম**
মূল	সাঈদ ইবনু আলী আল-কাহতানী
ভাবানুবাদ	রায়হান কবীর বিন আব্দুর রহমান
সম্পাদনা	শাইখ ড. রেজাউল করিম মাদানী
পৃষ্ঠা সজ্জা	দারুল কারার পাবলিকেশন্স

হিসনুল মুসলিম

কুরআন-সুন্নাহ থেকে সংকলিত

প্রতিদিনের যিক্‌র ও দু'আর সমাহার

মূল : সাঈদ ইবনু আলী আল-কাহতানী

ভাবানুবাদ : রায়হান কবীর বিন আব্দুর রহমান

অনার্স-মাস্টার্স : (ইসলামিক স্টাডিজ), কবি নজরুল সরকারী কলেজ, ঢাকা
কামিল : (হাদীস) সরকারী মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা
দাওরা হাদীস : মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া,ঢাকা

সম্পাদনা : শাইখ ড. রেজাউল করিম মাদানী

হিসনুল মুসলিম

কুরআন-সুন্নাহ থেকে সংকলিত প্রতিদিনের যিক্‌র ও দু'আর সমাহার

মূল : **সাঈদ ইবনু আলী আল-কাহতানী**
ভাবানুবাদ : **রায়হান কবীর বিন আব্দুর রহমান**
সম্পাদনা : **শাইখ ড. রেজাউল করিম মাদানী**

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০২২, দ্বিতীয় প্রকাশ : জুন ২০২৩

পরিবেশনায় :

দারুল কারার পাবলিকেশন্স, দোকান # ১০-১১, মাদরাসা মার্কেট (৩য় তলা), ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
ফোন : 01720 935542, 01575 1111 70

তাওহীদ পাবলিকেশন্স :

বংশাল শাখা, ৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০। ফোন : 02-47112762, 01770-298751

বাংলাবাজার শাখা, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (নিচতলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০,
ফোন : 01711-646396, 01777-985084, 01919-646396
www.tawheedpublicationsbd.com, tawheedpp@gmail.com

পৃষ্ঠাসজ্জা ও মুদ্রণ : **দারুল কারার**, বাংলাবাজার, ঢাকা, ০১৭৩৮-৪১৯৬১৯

মূল্য : ১৪০ টাকা মাত্র

দুটি কথা

প্রশংসা মাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর, তাঁর পরিবারবর্গ, সাথী এবং কিয়ামত পর্যন্ত সকল সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের উপর। প্রিয় পাঠকবৃন্দ! নিশ্চয় যিকিরে মুমিনের ঈমান তাজা থাকে। আত্মার প্রশান্তি লাভ হয়। এবং এটি অন্যতম একটি ইবাদত। প্রতিদিন একজন মুমিন কি কি আমল করবে। কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে। এরই আলোকে মধ্যে প্রাচ্যের বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন 'সাঈদ ইবনু আলী আল-কাহতানী' ﷾ একটি বই লিখেছেন, যার নাম "আয-যিকরু ওয়াদ-দুআ ওয়াল ইলাজ বির-রুকা মিনাল কিতাব ওয়াস-সুন্নাহ"। লেখক বইটির আলোচনা বড় হওয়ায় শুধু যিকিরের অংশটুকু আলাদা করেছেন, যাতে করে ভ্রমণ পথে বহন করা সহজ হয়। যা "হিসনুল মুসলিম মিন আযকারিল কিতাব ওয়াস-সুন্নাহ" নামে পরিচিতি লাভ করেছে। বইটির বাংলা অনুবাদ প্রথমতঃ শাইখ এনামুল হক আল-মাদানী সাহেব করেছেন। যা বাংলাদেশে বহুল পরিচিতি লাভ করেছে। যা বইটির কবুলিয়াতের ইঙ্গিত বহন করে। পরে এটাকে অনেকে হুবহু ছাপিয়েছে নকল করে। এ ছাড়া ড. আবু বকর যাকারিয়া সাহেব তিনি বইটি চিকিৎসা অংশটুকুসহ অনুবাদ করেছেন। আমি উক্ত বইটি দীর্ঘ এক বছর দশ মাস যাবৎ সময়ের ফাকে ফাকে অনুবাদের কাজ করি। অনেক সাধনার পর শেষ করতে পেরেছি। ফালিল্লাহিল হাম্‌দ। অনুবাদের কাজ আসলেই কঠিন, কেননা অনুবাদ করা যায় কিন্তু শব্দ চয়নটা মুশকিল। এজন্য অনেক স্থানে শব্দ

চয়নে সহযোগিতা নিতে হয়েছে। প্রথমে আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি শাইখ এনামুল হক মাদানী সাহেবের প্রতি, অনেক ক্ষেত্রে তাঁর অনুবাদ ভালো লেগেছে। এ জন্য শাইখের ঋণ ভুলতে পারব না। আল্লাহ তাঁকে এর জাযায়ে খায়ের দান করুন আমীন। অতঃপর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ড. আবু বকর যাকারিয়া সাহেবের প্রতি। শাব্দিক অনুবাদে অনেক স্থানে তার গ্রন্থের সহযোগিতা নিয়েছি। শাব্দিক অনুবাদে তাঁর শব্দ চয়ন আসলেই প্রশংসনীয়। আর কুরআনের আয়াতের অর্থ যা আহসানুল বায়ান, ড. আবু বকর যাকারিয়া স্যারের অনুবাদ, বায়ান ফাউন্ডেশন এবং তাইসীরুল কুরআন সামনে রেখে সহজ ভাষায় অনুবাদ তোলার চেষ্টা করেছি। আর হাদীসগুলোর তাহকীক যে বিদ্বানগণের গবেষণা থেকে সংগ্রহ করেছি, তারা হলেন : আল্লামা আলবানী, মুসনাদ আহমাদের মুহাক্কিক শু'আইব আরনাউত্ব, ইমাম যাহাবী, ইমাম তিরমিযী, বিন বায ও ইমাম হাকিম ﵏ প্রমুখ।

পরিশেষে আল্লাহর নিকট দুআ করছি, আল্লাহ তায়ালা মূল লেখকসহ উল্লেখিত ব্যক্তিদের জাযায়ে খায়ের দান করুন। তাঁদের প্রচেষ্টাগুলো নাজাতের অসীলাহ বানিয়ে দিন। আর এর মাধ্যমে এই খাকসার বান্দাকেও নাজাতের অসীলাহ বানিয়ে দিন আমীন।

বিনীত
রায়হান কবীর বিন আব্দুর রহমান

লেখকের ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর নিকটে-ই সাহায্য চাই, এবং তাঁর কাছে-ই ক্ষমা চাই। আমরা আমাদের অন্তরের কু প্রবৃত্তিসমূহ হতে এবং খারাপ আমল হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ্ যাকে সৎপথে চালান, তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই, আর যাকে বিপদগামী করেন তাকে সৎপথে আনার কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ্ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রসূল। আল্লাহ্ তাঁর উপর, এবং তাঁর বংশধর, তাঁর সাহাবাগণ ও কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক তাদের এ সৎপথের অনুসরণ করবে তাদের সকলের উপর অগণিত দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

এই বইটি আমার اَلذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ وَالْعِلَاجُ بِالرُّقَى مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ - নামক পুস্তক থেকে সংক্ষেপ করে শুধু যিকিরের অংশ উল্লেখ করেছি, যাতে ভ্রমণ পথে বহন করা সহজ হয়। এখানে যিকিরের মূল অংশটি শুধু উল্লেখ করেছি। আর যে সকল হাদীস গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে সেগুলোর দু'-একটি সূত্র উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করেছি। যিনি

সাহাবাগণ সম্পর্কে অবগত হতে চান কিংবা হাদীসের অতিরিক্ত রেফারেন্স জানতে চান, তিনি মূল কিতাব দেখে নিতে পারেন।

আল্লাহ্ তায়ালার কাছে তাঁর উত্তম নামসমূহ এবং উৎকৃষ্ট গুণাবলীর অসীলায় প্রার্থনা করি, তিনি যেন এ আমল তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য খালেসভাবে কবুল করে নেন, আর এর দ্বারা যেন তিনি আমার ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবনে উপকৃত করেন। আর যে ব্যক্তি এ বইটি পড়বে, অথবা ছাপাবে কিংবা এর প্রচারের কারণ হবে তাকেও যেন তিনি উপকৃত করেন। নিশ্চয় পবিত্র মহান সত্তা এ কাজের অধিকারী এবং তার উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

(মহান) আল্লাহ্, রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর, তাঁর বংশধর, তাঁর সাহাবীগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করবে তাদের উপরও।

বিনীত

ড. সাঈদ ইবনু আলী ইবনু ওয়াহফ আল কাহ্ত্বানী

সফর, ১৪০৯ হিজরি।

সূচিপত্র

যিক্‌রের ফযীলত	১৯
যিক্‌র ও দু'আ সমূহ	২৫
১. ঘুম থেকে জেগে উঠার পর দু'আ	২৫
২. কাপড় পরিধানের দু'আ	৩৪
৩. নতুন কাপড় পরিধানের দু'আ	৩৫
৪. অপরকে নতুন কাপড় পরিধান করতে দেখলে তার জন্য দু'আ	৩৬
৫. কাপড় খুলে রাখার সময় কী বলবে	৩৭
৬. পায়খানা বা টয়লেটে প্রবেশের দু'আ	৩৭
৭. পায়খানা বা টয়লেট থেকে বের হওয়ার দু'আ	৩৮
৮. ওযুর পূর্বে দু'আ	৩৮
৯. ওযুর শেষে দু'আ	৩৮
১০. বাড়ী থেকে বের হওয়ার দু'আ	৪০
১১. ঘরে প্রবেশের দু'আ	৪২

১২. মাসজিদে যাওয়ার সময় দু'আ	৪২
১৩. মাসজিদে প্রবেশের দু'আ	৪৫
১৪. মাসজিদ থেকে বের হওয়ার দু'আ	৪৭
১৫. আযানের দু'আ	৪৮
১৬. সলাতের শুরুতে দু'আ	৫০
১৭. রুকুর দু'আ	৬৩
১৮. রুকু থেকে উঠার দু'আ	৬৫
১৯. সিজদার দু'আ	৬৮
২০. দুই সিজদার মাঝখানে দু'আ	৭২
২১. সিজদার আয়াত তিলাওয়াতের পর সিজদায় গিয়ে যে দু'আ পড়তে হয়	৭৩
২২. তাশাহ্হুদ	৭৫
২৩. তাশাহ্হুদের পর দরূদ পাঠ	৭৬
২৪. শেষ তাশাহ্হুদের পর সালাম ফিরানোর পূর্বে পঠিত দু'আ	৭৯
২৫. সালাম ফিরানোর পর দু'আ সমূহ	৯১
২৬. ইসতিখারার সলাতের দু'আ	১০১
২৭. সকাল-সন্ধ্যার যিক্‌রসমূহ	১০৬

১২৯. পশু যবেহ করার দু'আ	২৫৬
১৩০. শয়তানের কুমন্ত্রণা প্রতিহত করার দু'আ	২৫৬
১৩১. তাওবা করা ও ক্ষমা চাওয়া	২৫৮
১৩২. তাসবীহ্, তামহীদ, তাহ্লীল ও তাকবীর এর ফযীলত	২৬১
১৩৩. নাবী ﷺ কীভাবে তাসবীহ্ পাঠ করতেন?	২৭০
১৩৪. বিবিধ কল্যাণ ও সামষ্টিক কিছু আদব	২৭০
আমাদের অন্যান্য বই	২৭২

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

যিক্‌রের ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেন :

﴿فَاذْكُرُوْنِيْ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ﴾

'অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি শুকরিয়া আদায় কর এবং আমার (নিয়ামতের) অকৃতজ্ঞ হয়ো না। (সূরা বাক্বারা আয়াত ২ : ১৫২)

﴿يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا﴾

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর'। (সূরা আহযাব আয়াত : ৪১)

﴿وَالذَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيْمًا﴾

আর আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। (সূরা আহযাব আয়াত : ৩৫)

﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغَافِلِيْنَ﴾

আর আপনি আপনার রবকে স্মরণ করুন মনে মনে, মিনতি ও ভীতিসহকারে, অনুচ্চঃস্বরে, সকালে ও সন্ধ্যায়। আর উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

(সূরা আরাফ আয়াত : ২০৫)

নাবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি তার রবের যিক্‌র (স্মরণ) করে, আর যে ব্যক্তি তার রবের যিক্‌র (স্মরণ) করে না, তাদের তুলনা হলো, তারা যেন জীবিত ও মৃত।

(বুখারী হা. ৬৪০৭, মুসলিম হা. ৭৭৯)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন উত্তম আমলের কথা জানাবো না ? যা তোমাদের রবের নিকট অত্যন্ত পবিত্র, তোমাদের জন্য অধিক মর্যাদা বৃদ্ধিকারী,

(আল্লাহর রাস্তায়) সোনা-রুপা ব্যয় করা অপেক্ষা উত্তম এবং তোমরা তোমাদের শত্রুদের মুখোমুখি হয়ে তাদেরকে হত্যা কর এবং তারা তোমাদেরকে হত্যা করার চেয়েও অধিকতর শ্রেষ্ঠ? সাহাবাগণ বললেন, অবশ্যই। নাবী ﷺ বললেন, তা হলো আল্লাহ্ তায়ালার যিক্‌র। (তিরমিযী, হা. ৩৩৭৭, ইবনু মাজাহ, হা. ৩৭৯০, আলবানী : সহীহ)

রসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেন, মহান আল্লাহ্ বলেন : আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেরুপ ধারণা করে আমি ঠিক তেমন ধারণা-ই করি। সে যখন আমাকে স্মরণ করে, তখন আমি তার সাথে থাকি। সুতরাং যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও আমার মনে তাকে স্মরণ করি। আর যদি সে কোনো মাজলিসে আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাকে এর চেয়েও উত্তম মাজলিসে স্মরণ করি। আর সে যদি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়, তাহলে আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হই। সে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে আসলে আমি তার দিকে দু'হাত এগিয়ে